দৈনিক সংবাদ

তারিখ 27 SEP 1987
পৃষ্ঠা ... 4 কলাম 1

133

এসএসসি পরীক্ষার ভূগোল প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কথা

১৯৮৫ সাল থেকে সম্ভবত ভূগোল বিষয়টি এসএসসি পরীক্ষার সিলেবাসে বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল। ভাল কথা, ভূগোল না জানলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ, মানুষ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে অবহিত হওয়া যায় না। কিন্তু ভূগোলের জ্ঞানার্জন এবং পরীক্ষায় পাস এক কথা নয়। কথাটা বলছি বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে। ১৯৮৫ সাল থেকে স্কুলের পরীক্ষায় এবং এস এস সি ভূগোলের পরীক্ষার পূর্ব রাত থেকে ছেলেমেয়েদের খাওয়া, ঘুম থাকে না। সিলেবাস এত দীর্ঘ ও পরিব্যাপ্ত যে, পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য অন্ততঃ নির্ধারিত দিনের তিন দিন আগে থেকে ছেলেমেয়েরা এ বিষয়ের পেছনে লাগে। তারপর পরীক্ষায় উত্তর করতে হয় মাত্র দশটি প্রশ্নের। এই দশটি প্রশ্নোত্তরের সঙ্গে পরীক্ষক চিত্র, নকশা ও রৈখিক চিত্র আরও অনেক কিছু চান। দশটি প্রশ্নের জন্য সময় তিন ঘন্টা। অর্থাৎ এক এক ঘন্টায় চিত্র নক্সা সহকমপক্ষে তিনটি প্রশ্নের জবাব লিখতে হবে। প্রশ্নকর্তা, পরীক্ষক এবং যারা সিলেবাস তৈরী করেন, তাদের কাছে জিজ্ঞাসা—এটা কি ইচ্ছাকৃতভাবে ছেলেমেয়েদের মনের ওপর অত্যাচার নয় কি? ১৯৮৫ সাল থেকে প্রশ্নগুলো পড়ে দেখুন তো, কোন প্রশ্নটির উত্তর সংক্ষেপে লেখা যায়? তার পর আবার উন্নত মানের উত্তর লিখতে গেলে বিস্তারিত আলোচনা করতে হয়। উত্তরে তারা বলবেন, কই এত দিন তো কেউ আপত্তি করেনি। স্কুলের শিক্ষকবৃন্দ অস্বীকার করতে পারবেন যে, তারা আপত্তি করে না বা করেনি। সিরাজদ্দৌলা নাটকের সংলাপ মনে পড়ছে—"হাত পা যার বাঁধা তাঁর নীরবে মার খাওয়া ছাড়া উপায় কি গোলাম হোসেন।" ব্যাপারটা তাই। ওদের আর কি করবার আছে।

আমার প্রস্তাব, ভূগোলের সিলেবাস কমিয়ে আনা হোক। দশটি প্রশ্নোত্তরের পরিবর্তে ছয়টি প্রশ্নোত্তর লিখতে বলা হোক। অন্যথায় প্রশ্নের ধারা বদলে দিয়ে সংক্ষিপ্ত উত্তর হয় এমন প্রশ্ন করা হোক। চৌদ্দ পনের বছরের ছেলেমেয়েদের মানসিক দিকটা সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করবার সুপারিশ রাখছি। মনে রাখা দরকার পরীক্ষার হল অর্জিত জ্ঞানের সম্পূর্ণ পরীক্ষার জায়গা নয়। বোর্ড কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি বিবেচনা করার অনুরোধ জানাচ্ছি।

[illegible] জোবেদ আলী
সহকারী প্রধান শিক্ষক
গণভবন গভঃ হাই স্কুল,
ঢাকা-৭।